100

ভোরের কাগজ

তারিখ ..04 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩......

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সতীত্ব হারানো বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

২০ অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠে আনোয়ারা সৈয়দ হকের কলাম 'সতীত্ব হারানো বিশ্ববিদ্যালয়' পড়ে চমৎকৃত ও বিস্মিত হলাম। তিনি এই কলামে বলেছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস অপবিত্র হয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থেই কি তাই হয়! ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে এমনকি আনোয়ারা সৈয়দ হকের আশপাশে যেসব জায়গায় ধর্ষণ হয়েছে তার সব জায়গা কি অপবিত্র? কলামিস্ট যেভাবে বলেছেন তাতে তো সারা পৃথিবীই অপবিত্র হয়ে যাবার কথা। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র কম-বেশি ধর্ষণ হয়েছে বা হচ্ছে। আমি মনে করি, এর ফলে কোন প্রতিষ্ঠান অপবিত্র হয় না। অপবিত্র হয় মানুষ।

তবে যারা অপরাধী তারাই এর দায়ভার বহন করবে। ক্যাম্পাসের যে সমস্ত মানুষ এই ধর্ষণের সাথে জড়িত নয় তাদের অপবিত্র বলা যায় না। কিন্তু লেখিকা যেভাবে বলেছেন তাতে এখানকার গাছপালা, লেকচার গ্যালারি থেকে শুরু করে সবই অপবিত্র করে ছেড়েছেন। এ ধরনের মন্তব্য অরুচিকর।

লেখিকা আবেগতাড়িত হয়ে এই কলামে পুরুষবিদ্বেষী কথা বলেছেন। আর কেউ না জানলেও তিনি ভালভাবে জানেন পৃথিবীর সকল অপরাধ পুরুষরাই করে না। মহিলারাও অপরাধ করে। সত্যতা যাচাই কমিটিতে পুরুষ সদস্যরা মহিলা সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন এ কথা ঠিক নয়। কমিটির সদস্যগণ মিলেমিশে কাজ করেছেন। তাছাড়া সত্যতা যাচাই কমিটি কাউকে 'শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার মালিক নয়'। কমিটি সুপারিশ করেছে, সেই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট শাস্তি বিধান করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার আওতায় অপরাধী ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। এ শাস্তি প্রসঙ্গেও লেখিকা কটুবাক্য নিক্ষেপ করেছেন। এ বিষয়ে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনি নিজে বাদী হয়ে আদালতে মামলা করুন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে যেটুকু শাস্তি দিতে পেরেছে, ঐ একই সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অতটুকু শাস্তি দিতে পারবে কি না এ বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। কাজেই বাস্তবতার ভিত্তিতে আমাদের কথা বলা দরকার। ইচ্ছা করলেই কাউকে ফাঁসি দেয়া যায় না। আদালত দু'পক্ষের কথা শুনেই রায় প্রদান করে। এটাই নিয়ম।

আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেছেন, প্রশাসন দিনের পর দিন মাসের পর মাস সেসব খবর চেপে রেখেছে। আগাগোড়া না জেনে এ রকম আজগুবি কথা বলা ঠিক নয়। পত্রিকায় ছাত্রী ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয় ১৭ আগস্ট। তার আগের দিন পর্যন্ত কেউ কোথাও কোন নালিশ করেনি। ১৭ আগস্ট খবর প্রকাশের পর পরই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুল হক ভূঞা বিষয়টির খোঁজখবর করতে নির্দেশ দেন। ২০ আগস্ট পর্যন্ত কেউ কোন তথ্য দিতে পারেনি। ঐ দিনই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সত্যতা যাচাই কমিটি করেন ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য। ১৭ আগস্ট পত্রিকায় খবর প্রকাশের মাত্র ৩ দিনের মাথায় সত্যতা যাচাই কমিটি হয়েছে। এই কমিটি চিঠিপত্র পর্যালোচনা, হলে হলে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বন্যাজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। ২১ সেপ্টেম্বর রাত আটটায় সত্যতা যাচাই কমিটি উপাচার্যের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। ২২ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের সভা শুরু হয় সকাল ১১টায়। রাত ১০টা পর্যন্ত সভা চলে। ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ সিন্ডিকেটের সভা মুলতবি হয়ে যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটসভা থেকে অভিযুক্ত ছাত্রদের নামে শো'কজ নোটিস দেয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট সভায় অপরাধী ছাত্রদের শাস্তি বিধান করা হয়। এখানে স্মর্তব্য, ১৭ আগস্ট ছাত্রী ধর্ষণের খবর প্রকাশের পর ৩ দিনের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সত্যতা যাচাই কমিটি গঠন করেছে আর কমিটির রিপোর্ট পাবার পর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৬ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত হয়েছে। এর চেয়ে আর কত কম সময়ে বিচার করা যেত?

আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁর লেখাতে পুরুষ প্রক্টর, পুরুষ সদস্য— এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ-বিভেদকে উস্কে দিচ্ছেন। তাঁর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, পুরুষ প্রক্টর ও পুরুষ সদস্য কেবলই পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে দেশে মাননীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী আছেন তাঁর শরণাপন্ন হতে পারেন। বা দেশের সকল মহিলা আইনবিদ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি করতে পারেন। তবে তার আগে আইনের পরিবর্তন করতে হবে। দেশের আইনে বিদ্যমান ধর্ষণ সম্পর্কিত ধারাগুলো সংশোধন করতে হবে। সরকারের আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ভাবছে এমন কথা আজও শুনিনি। তিনি তাঁর লেখায় যেভাবে পুরুষ পুরুষ করেন, তাতে বিশ্বের প্রতিটা আদালত থেকে পুরুষ সরিয়ে মহিলা বিচারক বসানো দরকার।

আনোয়ারা সৈয়দ হক বলেছেন, 'সত্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় খুশি হবার মতো কিছু পাওয়া গেছে বলে আমরা অন্য মহিলারা মনে করি না।' তাই যদি সত্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, ঐ সত্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট যেটুকু বিচার করতে পেরেছে তাতে সাহসের নির্দশনই পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেছেন, 'বরং এটুকু সত্য খোঁচাখুঁচি শুধু পুরো ব্যাপারটাকে আরও বেশি দুর্গন্ধময় করেছে।' বড় সুন্দর কথা। তবে 'দুর্গন্ধময়' করার কাজে তাঁরও কিছুটা ভাগ আছে বলে মনে করি। কারণ তাঁর এতদসংক্রান্ত লেখাগুলো একপেশে।

যে ক্ষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অঙ্কিত হলো তা নিরাময়ের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই— এ কথা আনোয়ারা সৈয়দ হকের। তবে এ কথা ঠিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অফিসার-কর্মচারিগণ তাঁদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার সুনামের শীর্ষে নিয়ে যাবেন— সে বিশ্বাস আমার আছে।

সালাম সাকলা[...]
সহকারী জনসংযোগ অ[...]
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, [...]